Sanatan Dharma

রথযাত্রা প্রচলন

কথিত আছে, আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ। মাসির বাড়ি অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুন্ডিচার বাড়ি। সেখান থেকে আবার সাতদিন পর মন্দিরে ফিরে আসেন জগন্নাথ। গুন্ডিচা মন্দির থেকে ফেরার পথে, তিনি দেবতা মৌসি মা মন্দিরের (মাসির আবাস) কাছে কিছুক্ষণের জন্য থামেন এবং পোড়া পিঠার একটি নৈবেদ্য পান, যা দেবতার প্রিয় বলে মনে করা হয় একটি বিশেষ ধরনের প্যানকেক।
এটাকেই জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি যাওয়া বলে। পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে যান জগন্নাথ। এই যাওয়াকে সোজা রথ আর ফিরে আসাকে উল্টো রথ বলে।
রথের বিবরণ- জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা।
চাকার সংখ্যা- 16 ,
ব্যবহৃত কাঠের টুকরা মোট সংখ্যা - 832, 763, 593
পতাকার নাম- ত্রৈলোক্যমোহিনী, উন্নানি, নাদাম্বিকা।
ঘোড়ার রঙ - সাদা, কালো, লাল।
নয়টি পার্শ্বদেবতা- পঞ্চমুখী মহাবীর (হনুমান)হরিহরমধুসূদনা (বিষ্ণু)গিরিধর (কৃষ্ণ)পান্ডু নরসিংহচিতামণি কৃষ্ণনারায়ণ (বিষ্ণু)চাতরা ভাঙ্গা রাবনা (রাম)হনুমানের উপর উপবিষ্ট রাম,
গণেশকার্তিকেয়সর্বমঙ্গলাপ্রলাম্বরী (বলরাম)হলায়ুধ (বলরাম)মৃত্যুঞ্জয় (শিব)নাটম্বর (শিব)মুক্তেশ্বর (শিব)শেশদেব,
চণ্ডীচামুন্ডাউগ্রতারাবনদুর্গা (দুর্গা)শুলিদুর্গা (দুর্গা)বারাহীশ্যামাকালীমঙ্গলাবিমলা।
রথের নাম- নন্দীঘোষা, তালধ্বজা, দর্পদলানা
ঘোড়ার নাম- শঙ্খবলাহাকাশ্বেতোহরিদাশ্ব, তিবিরাঘোরাদীর্ঘশর্মাস্বর্ণনাভা, রোচিকামচিকাজিতাঅপরাজিতা,
দারোয়ান (দ্বারপাল) - জয়াবিজয়া, নন্দাসুনন্দা, গঙ্গাযমুনা।
পতাকা প্রতীক- পাম গাছ
রথের দড়ির নাম- শঙ্খচূড় নাগিনী, বাসুকি নাগ, স্বর্ণচূড় নাগিনী,
অভিভাবক -গরুড় ,বাসুদেব ,জয়দুর্গা।
সারথি- দারুকা, মাতালি, অর্জুন
সঙ্গী দেবতা- মদনমোহন, রামকৃষ্ণ, সুদর্শনা।
রথের বিকল্প নাম - গরুড়ধ্বজ, কপিধ্বজ লাঙ্গলধ্বজা দেবদলন, পদ্মধ্বজ।
পতাকার রং- লাল- হলুদ (বিষ্ণুর সাথে যুক্ত হলুদ), লাল- নীলাভ সবুজ, লাল-কালো (দেবীর সাথে যুক্ত কালো)
রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়া একটি আষাঢ় মাসে আয়োজিত অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। ভারতের ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এই উৎসব বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এছাড়া ইসকনের ব্যাপক প্রচারের জন্য এখন এটি বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

Published on: Jun, 27 2025 17:45